সংবাদ

20 JAN 2008

মতবিনিময় সভায় বক্তারা

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ সংক্রান্ত এক মত বিনিময় সভায় বক্তারা দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন। গত রোববার প্রেসক্লাব ভিআইপি কনফারেন্স রুমে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সামসুল আলমের, সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টিআইবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। বক্তব্য দেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান, সাবেক মন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, সাবেক এমপি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দীকি, মেজর জেনারেল (অব.) আমিন আহমেদ চৌধুরী, কমরেড মেহেদী, আবদুল কুদ্দুস, মোকাদ্দেম হোসেন এবং বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সামসুল আলম প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় সমিতির মহাসচিব মৃগেন্দ মোহন সাহা মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, আমাদের দেশে ভোট গ্রহণে বিদ্যালয়গুলোকে যেভাবে প্রভাবিত করা হয়। অন্য কোথাও এর নজির নেই। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করার কথাটা ভাল। জীবন ধারণের জন্য শিক্ষকদের যা প্রয়োজন তা দিতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। দেশে অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে, কথাটা ভিত্তিহীন। যে কোন বিদ্যালয়ই কোন না, কোন অজুহাতে অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে। আমি ৫০ বছরের এক শিক্ষক। অনেক পড়িয়েছি। অনেক দেখেছি। আসলে আন্দোলন করে এই মহান পেশার চিত্র পরিবর্তন হয় না। শান্তিনিকেতনের এক হেডমাস্টারকে দেখেছি পিএইচডি ডিগ্রিধারী। যার বেতন চৌদ্দ হাজার টাকা। আর যে দেশে পিয়নের বেতন আর শিক্ষকদের বেতনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য দেখি না। জাতীয়করণ বিষয়টি তো অবশ্যই ভাবার বিষয়।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার কথা আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট লেখা আছে। অতএব প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন জাতীয়করণ ও মানোন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি আর বেসরকারি বৈষম্যের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ১০০ টাকায় ২০ টাকা পায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর মাত্র ৩ টাকা পায় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ড. ওসমান ফারুক বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশাল। সবারই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। তারপরও আশা থাকবে। দেশের ১ কি. মি. রাস্তা নির্মাণের টাকা বাঁচিয়ে হলেও, সরকার আগামী বাজেটে এই খাতে অবশ্যই আরও অর্থ ব্যয় করবে। দেশে এখনও এমন কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে ছাত্র শিক্ষক উভয়ই হয়ত না খেয়ে ক্লাসরুমে আসে। এসব মানবিক দিকও আমাদের বিবেচনা করা উচিত।

মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়- দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৩,৭৮৬টি। এর ভেতর পূর্ণাঙ্গ ৬২,৬৭৩টি। সরকারি ৩৭,৭১০ এবং বেসরকারি রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১৯,৬৮৪টি।